রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ৩, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ মার্চ, ২০১২

নং বপাম/সেবা/২এম-৩১/০৬/৯৮৯—গত ২৮-১২-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত "পাট নীতি, ২০১১" এতদসঙ্গে গেজেটে প্রকাশ করা হইল।

মোঃ শাহাদাত হোসেন মজুমদার
উপ-সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

অধ্যায়-১

প্রস্তাবনা

সোনালী আঁশ পাট বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অতীতে প্রধান রপ্তানী পণ্য হিসেবে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো পাটখাত থেকে। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম আঁশ ও বিভিন্ন সিনথেটিক দ্রব্যের আবির্ভাব এবং এর সহজলভ্যতা ও তুলনামূলকভাবে স্বল্প দামের কারণে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অপরিশোধিত বর্জ্য পরিবেশ দূষণের কারণে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় পরিবেশ বান্ধব পাট ও পাট পণ্যের প্রতি পুনরায় বিশ্ব সমাজের আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রচলিত পাটপণ্য সামগ্রির পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ ২০০৯ সালকে "আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তু বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করেছে। সরকার ঘোষিত "শিল্পনীতি আদেশ ২০১০" এ পাটজাত পণ্যকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যাদি মোড়কীকরণের লক্ষ্যে "পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে পাটখাতকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং পাটশিল্পের সম্ভবনাকে যথাযথভাবে কাজের লাগানোর লক্ষ্যে সরকারের ভূমিকা, অঙ্গীকার ও সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ব্যক্ত করার প্রয়োজনে ২০০২ সালে ঘোষিত পাটনীতি যুগোপযোগী ও পরিমার্জন করে পাটনীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাট ও পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঘোষিত এই পাটনীতি থেকে পাট খাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পাবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাট ও পাটশিল্প এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন, আনুপূর্বিক পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের আলোকে পাটনীতি-২০১১ ভবিষ্যতে প্রয়োজনানুযায়ী সংযোজন ও সংশোধন করা হবে।

অধ্যায়-২

পাটনীতির উদ্দেশ্যাবলী ঃ

(ক) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন;

(খ) পাটচাষের ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (Land use planning) প্রণয়ন;

(গ) মানসম্মত পাটবীজ উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ;

(ঘ) উচ্চ ফলনশীল জাত ও উন্নত মানসম্পন্ন পাট চাষে চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং পাট চাষীদেরকে ন্যায্য মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) পাট ও পাটপণ্যের বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে লেন-দেনের ভারসাম্য দেশের অনুকূলে রাখতে সহায়তা প্রদান;

(চ) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবেশ সহায়ক পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ছ) পাট শিল্পের যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ এবং বিদ্যমান পাটকলগুলির আধুনিকায়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

(জ) বহুমুখী পাটপণ্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার বৃদ্ধির কার্যক্রম জোরদারকরণ;

(ঝ) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, পাট ব্যবসা, পাট শিল্প, পাট গবেষণার সংগে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন;

(ঞ) পাট সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ;

(ট) মানব সম্পদ উন্নয়ন।

অধ্যায়-৩

ভিশন ঃ

পাট বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। দেশের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাটখাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। দেশে ১২-১৪ লক্ষ একর জমিতে বাৎসরিক প্রায় ৫০-৬০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন হয়। রপ্তানী আয়ের দিক থেকে একক পণ্য হিসেবে পাট ও পাটজাত দ্রব্য দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ১৫ লক্ষ ৬৮ হাজার বেল কাঁচাপাট এবং ৫ লক্ষ ১৮ হাজার মেঃ টন পাটপণ্য রপ্তানী হয়েছে। কাঁচাপাট থেকে রপ্তানী আয় হয়েছে ১,১০৩ কোটি টাকা এবং পাটপণ্য থেকে ৩,৯৩৯ কোটি টাকা (মোট ৫,০৪১ কোটি টাকা)। সম্পূর্ণ দেশীয় ও শ্রমঘন এ শিল্প জিডিপি'তে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পাটের তন্তুমান উন্নত ও পরিবেশ বান্ধব বলে বিবেচিত হওয়ায় বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন, উৎপাদন ও বাণিজ্যিকিকরণের মাধ্যমে এ খাতের আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার শতকরা ১৩ ভাগ। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী দশ বছরে এই হার ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। তাছাড়া ২০১৫ সালের মধ্যে বহুমুখী পাটপণ্য রপ্তানী দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া সরকারীখাতের পাটকলগুলোকে ক্রমান্বয়ে চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির সাথে পাটকলগুলো ক্রমান্বয়ে চালু করা সংক্রান্ত সাংঘর্ষিকতা দূর করার নিমিত্ত বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইনগত বিষয়গুলো ইউরোপিয়ান কমিশনসহ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য পাট ও পাটপণ্য আমদানীকারক দেশের বাণিজ্য নীতিতে পাট ও পাটপণ্য রাপ্তানী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে সকল আইনগত প্রতিবন্ধকতা, বিশেষ করে বাজার সংরক্ষণের নীতি এবং পরিবেশগত কারণে কৃত্রিম আঁশের পরিবর্তে পাট ব্যবহারে আইনের যে সকল বাধা রয়েছে তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায়-৪

পাটখাতের সমস্যাবলী ঃ

৪.১ কাঁচাপাট ঃ

(ক) সনাতন পদ্ধতিতে পাট চাষের ফলে একর প্রতি নিম্ন উৎপাদনীলতা ও উৎপাদন খরচের আধিক্য;

(খ) উচ্চ ফলনশীল ও মানসম্পন্ন পাট বীজের অভাবে নিম্নমানের পাট বীজের ব্যবহার;

(গ) উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উচ্চ ফলনশীল জাত ও মানের পাটচাষ সম্পর্কে চাষীদের সম্যক জ্ঞানের অভাব;

(ঘ) পাট পচনে এলাকা বিশেষে উপযুক্ত পানির অভাব এবং উন্নত পচন পদ্ধতি (রিবন পদ্ধতি) সম্পর্কে পাট চাষীদের অনভিজ্ঞতা;

(ঙ) পাটের শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে পাট চাষীদের সম্যক জ্ঞান/ধারণার অভাব;

(চ) ন্যায্য মূল্যে সার ও কীটনাশক সরবরাহের অপ্রতুলতা;

(ছ) পাট মৌসুমে পাট উৎপাদনকারীগণকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাব:

(জ) পাট উৎপাদন, চাহিদা, সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি সম্পর্কে চাষী পর্যায়ে তথ্যের অভাব;

(ঝ) কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি পাট ক্রয়ের ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং পাট ব্যবসায়ে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের ফলে চাষীরা পাটের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত;

(ঞ) কৃষক পর্যায়ে পাট গুদামজাতকরণের সুযোগ খুবই সীমিত।

৪.২ পাটশিল্প ঃ

(ক) স্বল্প মূল্যের কৃত্রিম আঁশ ও সিনথেটিক দ্রব্যের আবির্ভাবের ফলে বিশ্বে পাট পণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস;

(খ) দক্ষ ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকের অভাব;

(গ) পুরাতন যন্ত্রপাতি এবং তার যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণের অভাব ইত্যাদি কারণে উৎপাদনশীলতা হ্রাস, অধিক উৎপাদন খরচ এবং নিম্নমানের পাটপণ্য উৎপাদন;

(ঘ) অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট, শ্রমিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে উৎপাদন হ্রাস;

(ঙ) বাজার উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে বিপণন গবেষণা এবং উদ্যোগের অভাব;

(চ) অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রচলিত ও বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার অতি সীমিত;

(ছ) পাট ক্রয়ে সময়মত ও পর্যাপ্ত ব্যাংক ঋণের অভাব;

(জ) পাটকলগুলোর অব্যাহত লোকসান ও দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ঋণ ও ঋণের ওপর সুদের বোঝা;

(ঝ) বিরাষ্ট্রীয়কৃত পাটকলগুলো থেকে পাওনা অর্থ অপরিশোধিত থাকা;

(ঞ) সহজ শর্তে ঋণের দুষ্প্রাপ্যতা;

(ট) প্রচলিত ও বহুমুখী পাটপণ্য বিপনণের ক্ষেত্রে অপ্রতুল বিপণন সহায়তা;

(ঠ) বিশেষভাবে রাষ্ট্রায়ত্ব মিলসমূহে দায়িত্ব বিন্যাস, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি।

অধ্যায়-৫

পাট ও পাটজাত পণ্যের সমস্যা সমাধান নীতিমালা ঃ

১.০ মানসম্পন্ন পাট উৎপাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা ঃ

১.১ অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ব বাজারে পাটের চাহিদা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নপূর্বক পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ। পাটচাষ মৌসুমে গণমাধ্যমের সাহায্যে চাষীদেরকে সচেতন করে তোলাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.২ পাটচাষ যোগ্য জমির পরিমাণগত অস্থিতিশীলতার কারণে প্রতিবছর কাঁচা পাটের উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এ কারণে পাট উৎপাদনের জন্য উপযোগী এলাকা নির্ধারণ ও ভূমি জোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে চাষীদের পাটচাষে আগ্রহী করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.৩ পাটচাষের আওতায় জমির পরিমাণ বৃদ্ধিকল্পে পাট ও বিকল্প কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য একই জমিতে অন্যান্য ফসল এবং পাটচাষের তূলনামূলক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.৪ পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পাটের মান উন্নতকরণ বিষয়ে অধিকতর গবেষণার ব্যবস্থাসহ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.৫ পাটবীজ উৎপাদনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা, বীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও বীজ আমদানী নিরুৎসাহিত করা। প্রয়োজনের বীজ আমদানীর ক্ষেত্রে রপ্তানীকারক দেশের সীড সার্টিফিকেশন এজেন্সী কর্তৃক প্রত্যায়িত বীজ আমদানী নিশ্চিত করা। পার্বত্য জেলাগুলোতে পাটবীজ চাষের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসিএসপিডি সার্কুলার লেটার নং-০১, তারিখ ১১-০১-২০০৭ দ্বারা পাটজাতপণ্যকে কৃষিজাতপণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র স্থানীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাঁচাপাটকে কৃষিজাতপণ্য হিসেবে গণ্য করা হবে।

১.৭ উন্নত জাত ও মানের পাট উৎপাদন, একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি করে ৩২ মণ ও তদুর্ধ্বে উন্নীত করা ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার মাধ্যমে পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা। বিজেআরআই ও বিআইএনএ (BINA) কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নতমানের পাটবীজ যথাসময়ে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে পাটচাষীদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচী সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.৮ উন্নতমানের পাটবীজ উৎপাদনকারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দিয়ে মানসম্পন্ন পাটবীজ উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জন নিশ্চিতকরণ।

১.৯ পাট পচানোর জন্য রেলপথ, সড়ক পথ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পাশে পানি সংরক্ষণ ও অপসারণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যে সকল এলাকায় পাট পঁচানোর জন্য পানির দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে সে সকল এলাকায় পাট পঁচানোর জন্য অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি (রিবন পদ্ধতি সহ) সম্পর্কে কৃষকদের অবহিতকরণ।

১.১০ বিএডিসি'তে সরকারীভাবে পাটের বীজের বাফার স্টক সংরক্ষণ করা। বিএডিসি'র প্রতিবছর প্রায় ১৫০০ মেঃ টন পাটবীজ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। তন্মধ্যে বিএডিসি বাস্তবে ১০০০-১২০০ মেঃ টন উৎপাদন করে এবং ২০০-৩০০ মেঃ টন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিএডিসি'র উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নীতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.১১ পাটের বীজ, জাত, মান, চাহিদা ও বিভিন্ন শ্রেণীর পাটের উৎপাদন পদ্ধতি ও গ্রেডিং সিস্টেম সম্পর্কে দেশের পাট-চাষ সমৃদ্ধ এলাকাগুলোতে স্থানীয় পর্যায়ে চাষীদেরকে প্রশিক্ষণের ও ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.১২ কৃষকগণকে পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা দানের লক্ষ্যে পাট গুদামজাতকরণের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

১.১৩ পাটচাষীদের অর্থ সংকট লাঘবের লক্ষ্যে সহজ শর্তে সাময়িক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.১৪ পাট উৎপাদনকারী জেলাসমূহে প্রয়োজনানুযায়ী অধিক সংখ্যক পাটক্রয় কেন্দ্র স্থাপন। পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারী/বেসরকারী পাটকলসমূহ চাষীদের নিকট হতে সরাসরি পাটক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ।

১.১৫ পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী/রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পাটের ন্যূনতম মূল্য মৌসুমের পূর্বেই নির্ধারণ ও তদসম্পর্কিত ঘোষণা প্রদান।

১.১৬ পাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বচ্ছতা ও প্রয়োজনীয় মান নিশ্চিতকরণ।

১.১৭ সরকারী ও বেসরকারী পাটকলগুলোকে পাটক্রয়ের ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন করে সেগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করবে।

১.১৮ পাটচাষীরা যাতে সাথে সাথে পাটের বিক্রিত অর্থ পেয়ে যান, সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.১৯ পাটচাষীরা যাতে এককভাবে অসহায় বিক্রেতা না থাকে, সে লক্ষ্যে পাটচাষীদের গোষ্ঠী-ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পাট-সমবায় গঠন উৎসাহিত করণ।

১.২০ পাটকলসমূহ এবং পাট ব্যবসায়ীগণ যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণ পায় সে ব্যাপারে সহায়তা করা এবং মিলগুলো যাতে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.২১ মধ্যস্বত্বভোগীগণ পাটচাষীদেরকে যাতে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করতে না পারে এবং পাটপণ্য উৎপাদনে খরচ বৃদ্ধি করতে না পারে সে লক্ষ্যে মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা যুগপোযোগী ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন।

২.০ পাটজাতপণ্য সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ

২.১ পাটজাতপণ্যের বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ

(ক) বিশ্ব চাহিদা ও সরবরাহের সংগে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিযোগীতামূলক মূল্যে পাটপণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহপূর্বক বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ।

(খ) বিশ্বে পাটপণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা বর্তমানে প্রায় ৬০ শতাংশে উন্নীত হলেও প্রচলিত পাটপণ্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব বাজারে রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা শতকরা ৮০ ভাগে উন্নীত করার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ, প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে পাটকলগুলোকে অধিক হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

(গ) বহুমুখী পাটজাতপণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে যৌক্তিক হারে বিপণন সহায়তা প্রদান। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারীদের অগ্রাধিকার ও সহজশর্তে ঋণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। পুঞ্জিভূত ঋণের সুদ সহজ শর্তে পরিশোধের বিষয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঘ) সরকার কর্তৃক ঘোষিত আমদানী নীতি, রপ্তানি নীতি ও শিল্প নীতিতে অন্যান্য খাতে যে আর্থিক (ঋণের উপর স্বল্পহারে সুদ আরোপ ইত্যাদি) ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়, পাট খাতে যাতে অনুরূপ সুযোগ সুবিধা সমভাবে প্রযোজ্য হয় সে লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঙ) বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণার পদক্ষেপ গ্রহণ। বিশেষ করে ফ্যাশন ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিশ্বমান অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

২.২ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবেশ সহায়ক পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে নীতিমালা ঃ

(ক) স্থানীয় বাজারে পাটপণ্যের ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্যশস্য, চিনি, সার, সিমেন্ট ইত্যাদি প্যাকিং এর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে; যার বাস্তব প্রয়োগ সুনিশ্চিতকরণ।

(খ) দেশে প্রচুর মিনারেল ওয়াটার, কোমল পানীয় , চীপস ইত্যাদি উৎপাদন কারখান গড়ে উঠেছে এবং এগুলোর চাহিদাও ব্যাপক। এসব কারখানায় বোতল/প্যাকেট প্যাকিং ও পরিবহণের জন্য পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে উপযোগী পাটের ব্যাগের প্রচলন ও দেশের নার্সারীগুলোতে গাছের চারা সংরক্ষণে পাটের ব্যাগ ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ।

(গ) সরকারিখাতে কর্মরত সকল কর্মকর্তার বেলায় বাধ্যতামূলকভাবে পাটের কাগজের ভিজিটিং কার্ড এবং সরকারী সকল অফিসে পাটভিত্তিক ষ্টেশনারীর বাধ্যতামূলক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

(ঘ) ভূমিক্ষয় রোধে এবং রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণের মতো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর "মেটাল নেটিং" বা সিনথেটিক জিও টেক্সটাইল এর পরিবর্তে পরিবেশ উপযোগী ও উৎকৃষ্ট জুট জিওটেক্স এর ব্যবহার; আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী পাট থেকে প্রস্তুতকৃত কম্বল বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে (হাসপাতাল, পুলিশ, বিডিআর, প্রতিরক্ষা বাহিনী, জেলখানা, দুস্থ কল্যাণ কেন্দ্র) ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ।

(ঙ) অভ্যন্তরীণ বাজারে মানসম্পন্ন পাটপণ্য যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বাজারজাত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ। পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে পলিথিনের বিকল্প পাটের হালকা শপিং ব্যাগের প্রচলন জোরদারকরণ।

(চ) বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) বহুমুখী পাটপণ্য এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণ করে গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) পাট ও পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশে প্রতিনিধিদল প্রেরণ, আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, সভা, সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা। এ ব্যাপারে আইজেএসজি'র সহায়তা গ্রহণ।

(ঝ) দেশে বিদেশে অনুষ্ঠিত বাণিজ্যিক মেলায় পাটজাত পণ্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের সহায়তা গ্রহণ।

২.৩ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পাট শিল্পের যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ

(ক) সরকারীখাতের জুটমিলসমূহের পরিচালন ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গতিশীলতা এবং উচ্চ দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিজেএমসি কর্তৃক অনুসৃত পরিচালন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) সরকারী মিলের যন্ত্রপাতি সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ ও প্রতিস্থাপনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। বিদ্যুৎ ঘাটতি ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় পাটকলগুলোর উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য নিজস্ব জেনারেটর স্থাপনে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান। বিদ্যুতের পিক আওয়ার চার্জ রহিতের বিষয়টি বিবেচনাকরণ।

(গ) সরকারী ও বেসরকারী খাতের পাটকলগুলোতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

(ঘ) পাটকলগুলোর যন্ত্রপাতির মেরামত এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার জন্য বিজেএমসি'র অধীনস্থ গালফ্রা হাবিব লিঃ এর আধুনিকায়ন ও প্রয়োজনানুযায়ী এরূপ নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রণোদনা প্রদান।

(ঙ) সরকারী মিলের অব্যহৃত জমি, মেশিনারীজ, গাছপালা ও অন্যান্য সম্পত্তি সঠিকভাবে সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহারের মাধ্যমে মিলগুলোর অবকাঠামোকে পূর্ণাঙ্গ ও নতুনভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(চ) পাটশিল্প খাতে সরকারী সাহায্য সহযোগীতা যেমন, জিওবি লোন মওকুফ, ঋণ প্রাপ্তি, সুদ মওকুফ এবং পুণঃতফসিলীকরণ ইত্যাদি সুবিধা সরকারী ও বেসরকারী মিলসমূহের জন্য সমভাবে বিবেচিত হবে।

২.৪ বিদ্যমান বন্ধ পাটকলগুলো চালুকরণ ও পাট শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ

(ক) বিশ্ববাজারে পাটপণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং পাটশিল্পে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিজেএমসি'র অধীনস্থ বন্ধ জুট মিলগুলোর মধ্যে ২টি জুটমিল ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে বাকি বন্ধ জুটমিলগুলো চালু করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী বন্ধ জুটমিলগুলো চালু করার ব্যাপারে প্রয়োজনে সরকারী প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) বন্ধ জুটমিল খোলা অথবা নূতন জুটমিল স্থাপনের ক্ষেত্রে যদি কোন সরকারী বা বেসরকারী চালু জুটমিলে ব্যবহারযোগ্য বা স্বল্প খরচে মেরামতযোগ্য অব্যবহৃত মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি থাকে, তবে নূতন উদ্যোগে সেগুলো ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) সরকারী-বেসরকারী বন্ধ জুটমিল খোলার ব্যাপারে বাস্তবতা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি করা, বিদ্যমান অকেজো যন্ত্রপাতি বাদ দিয়ে বাকিগুলোর যথাযথ মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ, শক্ত আর্থিক ভিত তৈরী করা, উচ্চ দক্ষতামান অর্জন এবং মানসম্পন্ন উৎপাদন নিশ্চিতকরণ।

(ঘ) বৃহৎ মিলের (কম্পোজিট মিল) তুলনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিল দক্ষতার সাথে পরিচালনা সহজতর বিধায় ক্ষুদ্র মিল স্থাপনে সরকার উৎসাহ প্রদান।

(ঙ) সরকারী মিলগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। মিলের শ্রমঘন্টা এবং স্থাপিত তাঁতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি জোরদারকরণ।

(চ) উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। গঠনমূলক সিবিএ কার্যক্রম অনুমোদন।

(ছ) যে সব দেশ তুলনামূলকভাবে অধিক পরিমাণে বাংলাদেশের পাটপণ্য আমদানী/ব্যবহার করছে সেসব দেশ যাতে বাংলাদেশের পাট শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহী হয় সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ।

২.৫ বহুমুখী পাটপণ্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার বৃদ্ধির কার্যক্রম জোরদারকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ

(ক) বিদ্যমান পাটকলগুলোকে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান এবং বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে নতুন পাটকল স্থাপনে অগ্রাধিকার দেয়া। এ ছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারে যে সকল এনজিও/প্রতিষ্ঠান বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে সম্পৃক্ত আছে তাদেরকে সর্বাত্বক সহায়তা প্রদান।

(খ) উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে যে সকল দ্রব্যের বর্তমান বা সম্ভাব্য চাহিদা অধিক, সেগুলো উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া।

(গ) পাটপণ্য বহুমুখীকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদেরকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহায়তা বিনিয়োগ মূলধণের ব্যবস্থা করা ও Raw Materials Bank (RMB) স্থাপন।

(ঘ) বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রী দেশে/বিদেশে বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিপণন ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ তহবিল সৃষ্টি এবং প্রয়োজনে বিপণন সহায়তা/রপ্তানি সুবিধা প্রদান।

(ঙ) জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) কে একটি পূর্ণাংগ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে রূপদান। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত মানসম্পন্ন মূল্য সাশ্রয়ী পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিনিয়োগকারী খুঁজে পাওয়া ও ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের জন্য জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এ 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিস পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(চ) অধুনা স্থানীয় বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক পাটের জীবন রহস্য (Jute Genome) আবিস্কৃত হয়েছে। এ আবিষ্কারের ফলে প্রতিকূল পরিবেশেও পাটের উৎপাদন সম্ভাবনা সৃষ্টিসহ পাটের উপাদনশীলতা ও গুণগতমান বৃদ্ধি, বিভিন্ন জাতের পাটের উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এ সকল সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা জোরদারকরণসহ অন্যান্য ফলপ্রসু কর্মসূচী গ্রহণ।

(ছ) পাটের বহুমুখী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মন্ড ও কাগজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।

২.৬ পাট ও পাটজাত পণ্য সংক্রান্ত অন্যান্য নীতিমালা ঃ

(ক) কাঁচাপাটের উৎপাদন থেকে রপ্তানি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এ লক্ষ্যে প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) সঠিক তথ্য/পরিসংখ্যান সরকারী নীতি নির্ধারনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাট ও পাটপণ্য উৎপাদন, পাটের বাজার দর, স্থানীয় বিক্রয়, নতুন রপ্তানি বাজার, রপ্তানি ও রপ্তানিমূল্য সম্পর্কিত তথ্য ব্যবস্থাপনা আরো জোরদারকরণ। পাট অধিদপ্তরে অবস্থিত তথ্য সেলকে কার্যকরীকরণ এবং প্রতি তিন মাস অন্তর সকল তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ। পাট সম্পর্কিত সকল তথ্যাদি অন লাইনে সরবরাহ করা এবং তাছাড়া সংশ্লিষ্ট উৎপাদন, বিক্রয়/রপ্তানিকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিজ নিজ ক্ষেত্রে তথ্য ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করে সরকারকেও সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান।

(গ) আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পাটপণ্যের চাহিদা নিরূপণের লক্ষ্যে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনগুলোকে তথ্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব প্রদানসহ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে আন্তর্জাতিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

(ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়ন এর লক্ষ্যে বর্তমানে দেশে বিরাজমান টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট/ কলেজগুলোতে পর্যায়ক্রমে ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজী ও বি,এস,সি ইন জুট টেকনোলজী কোর্স চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ। বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত মিল সংলগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জুট ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে পরিণত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঙ) সরকারী-বেসরকারী সহযোগিতার মাধ্যমে যে যে এলাকায় প্রয়োজন সে সকল স্থানে নূতন নূতন জুট টেকনোলজী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

(চ) ILO (International Labour Organization) কর্তৃক সুপারিশকৃত মর্যাদাপূর্ণ কাজের (Decent Work) ধারণা (নিয়োগ, সামাজিক সুরক্ষা, স্বীকৃত মানব ও শ্রমিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল গোষ্ঠির মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময়) সরকারী-বেসরকারী সকল জুটমিলে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) পাট গবেষণার সাথে জড়িত কৃষি ও কারিগরী বিজ্ঞানীদের যুগপোযোগী মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

অধ্যায়-৬

পাটনীতি বাস্তবায়ন কৌশল

১.১ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এলাকার চাষীদেরকে পরামর্শ প্রদান;

১.২ উন্নতমানের পাট উৎপাদন, একরপ্রতি ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয়-হ্রাসের লক্ষ্যে উপযোগী এলাকা নির্ধারণ ও ভূমি জমিন পদ্ধতির মাধ্যমে চাষীদেরকে পাট চাষে আগ্রহী করে তোলা;

১.৩ পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতমানের পাট বীজের কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ;

১.৪ কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা;

১.৫ পাট পচানোর জন্য বিভিন্ন জলাধার সৃষ্টি এবং রিবন ও অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা;

১.৬ পাট ক্রয়ে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে পাট উৎপাদনকারী বিভিন্ন জেলায় পাট ক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি যথাসময়ে নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ;

১.৭ বিশ্ববাজারে পাটপণ্যের রপ্তানি ৮০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে উৎসাহ ও সহজ শর্তে ঋণ সরবরাহ এবং ঋণ আদায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ;

১.৮ অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবহার উপযোগী পণ্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মোড়কীকরণের জন্য যে আইন প্রণীত হয়েছে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

১.৯ ভূমিক্ষয় রোধ এবং রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণের কাজে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, মেটাল নেটিং বা সিনথেটিক জিও টেক্সটাইল এর পরিবর্তে পরিবেশ উপযোগী জুট জিও টেক্সটাইলের ব্যবহার ও পাট থেকে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পণ্য সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১.১০ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে সরকারী সহায়তা প্রদান এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষে তথ্যচিত্র নির্মাণ করে গণ মাধ্যমে প্রচার, বিদেশে প্রতিনিধি দল প্রেরণের মাধ্যমে আন্ত র্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি;

১.১১ পুরনো পাটকলগুলোর যন্ত্রপাতি সুষমকরণ, আধুনিকায়ন ও প্রতিস্থাপনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ;

১.১২ বৃহৎ মিলের (কম্পোজিট মিল) তুলনায় ছোট আকারের মিল দক্ষতার সাথে পরিচালনা সহজতর বিধায় ক্ষুদ্র মিল স্থাপনে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

১.১৩ পাটপণ্য বহুমুখীকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষে উদ্যোক্তাদেরকে বাণিজ্যিক ব্যাংক এর সহায়তায় বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ ও Raw Materials Bank স্থাপন;

১.১৪ জুট ডাইভারসিফিকেশান প্রমোশন সেন্টারকে পূর্ণাঙ্গ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশানে রূপান্তর;

১.১৫ পাটের জীবন রহস্য (Jute Genome) আবিস্কারের ফলে প্রতিকূল পরিবেশেও পাটের উৎপাদন সম্ভাবনা সৃষ্টিসহ উৎপাদনশীলতা ও গুণগতমান বৃদ্ধি, বিভিন্ন জাতের পাট উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তার ফলপ্রসু বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা জোরদারকরণ;

১.১৬ পাট সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ;

১.১৭ মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষে দেশের বিদ্যমান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট/কলেজগুলোতে পর্যায়ক্রমে ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি ও বিএসসি ইন জুট টেকনোলজি কোর্স চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও নতুন নতুন জুট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

অধ্যায়-৭

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৬.১ পাটনীতি-২০১১ বাস্তবায়নে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন।

৬.২ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী এ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী পাটনীতিতে অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলীর সুষ্ঠু বাস্ত বায়ন পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও দিকনির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে যে রিভিউ কমিটি রয়েছে সেটিকে সম্প্রসারণ করে সরকারীখাতের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো ছাড়াও বিজেএমএ, বিজেএসএ, বিজেএ, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েকজন পাটচাষী, পাট বিশেষজ্ঞ / গবেষকের সমন্বয়ে "জাতীয় পাটখাত সমন্বয় কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটির সভা প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর অথবা প্রয়োজনে যে কোন সময় আহবান করা হবে। কমিটির রূপরেখা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হয়েছে।

৬.৩ পাটনীতি বাস্তবায়নে পাটখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাটখাতের সাথে যেসব দপ্তর/প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত রয়েছে প্রস্তাবিত পাটনীতি বাস্তবায়নে ঐ সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সংক্ষেপে পরিশিষ্ট-'খ' তে দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ক

জাতীয় পাটখাত সমন্বয় কমিটি ঃ

(ক) প্রস্তাবিত জাতীয় কমিটি (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১।	মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	ঃ	সভাপতি
২।	গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক	ঃ	সদস্য
৩।	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
৪।	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
৫।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
৬।	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
৭।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
৮।	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
৯।	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
১০।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
১১।	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ঃ	সদস্য
১২।	ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো	ঃ	সদস্য
১৩।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন	ঃ	সদস্য
১৪।	যুগ্ম-সচিব (প্রঃ), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
১৫।	যুগ্ম-সচিব (নীপবি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
১৬।	সদস্য, (জিইডি), পরিকল্পনা কমিশন	ঃ	সদস্য

১৭।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঃ	সদস্য
১৮।	মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর	ঃ	সদস্য
১৯।	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	ঃ	সদস্য
২০।	পরিচালক (ক্যাশ ক্রপ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	ঃ	সদস্য
২১।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংক	ঃ	সদস্য
২২।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনতা ব্যাংক	ঃ	সদস্য
২৩।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অগ্রণী ব্যাংক	ঃ	সদস্য
২৪।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পূবালী ব্যাংক	ঃ	সদস্য
২৫।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রুপালী ব্যাংক	ঃ	সদস্য
২৬।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উত্তরা ব্যাংক	ঃ	সদস্য
২৭।	নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি	ঃ	সদস্য
২৮।	প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, ঢাকা	ঃ	সদস্য
২৯।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন	ঃ	সদস্য
৩০।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	ঃ	সদস্য
৩১।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন	ঃ	সদস্য
৩২।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট গুডস এসোসিয়েশন	ঃ	সদস্য
৩৩।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন	ঃ	সদস্য
৩৪।	সভাপতি, বাংলাদেশ পাট চাষী সমিতি	ঃ	সদস্য
৩৫।	পাট বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ৩ জন সদস্য (কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	ঃ	সদস্য
৩৬।	পাট উৎপাদনকারী বিভিন্ন অঞ্চলের ৪ জন চাষী প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৩৭।	উপ-সচিব (পাট-২), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	ঃ	সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট-খ

পাটনীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তর /প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

সরকারী দপ্তর / প্রতিষ্ঠান ঃ

ক) পাট অধিদপ্তর ঃ পাট অধিদপ্তর মূলতঃ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৬২ সালের পাট অধ্যাদেশ, ১৯৬৪ সালের দি জুট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ১৯৭৪ সালের দি জুট গ্রোয়ার্স (বর্ডার এরিয়াস) এ্যাক্ট এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত আছে। পাট খাতের উন্নয়নকল্পে পাট অধিদপ্তর উচ্চফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। পাট অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলী প্রধানত নিম্নরুপ ঃ

(১) পাট ও পাটপণ্য বাবসায়ের বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স প্রদান;

(২) পাট ও পাটপণ্য ব্যবসা তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও অনিয়ম রোধ;

(৩) নিয়মিত পরিদর্শন ও পরীক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নে পাটকলসমূহকে সহায়তা প্রদান;

(৪) পাট ও পাটপণ্য বিষয়ক যাবতীয় তথ্যাদি যথাঃ পাট আবাদী জমি, পাট ও পাটপণ্য উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ ব্যবহার, রপ্তানি ও রপ্তানি আয়, মজুদ বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ সংকলন ও সংরক্ষণ এবং পাট খাতে পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণে এসব তথ্যাদি সরবরাহ;

(৫) আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষে প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

পাট অধিদপ্তর পাট ও পাটপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরো জোরদার করবে। এছাড়াও উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। এ লক্ষে পাট অধিদপ্তর প্রয়োজনে জনবল কাঠামো পরিবর্ধন/ পরিমার্জন করবে।

(খ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ঃ কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে ইহা সর্বজনবিদিত। একমাত্র কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনেই গ্রাম পর্যায়ে দক্ষ জনবল যথা ঃ উপ-সহাকারী কৃষি অফিসার/ ব্লক সুপারভাইজার কর্মরত আছেন। এসব কর্মকর্তাগণ চাষীদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে মাটির উর্বরতা ও গুণাগুণের ভিত্তিতে উন্নত বীজ প্রয়োগে উপযোগী ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। পাট চাষে ব্যবহৃত জমির প্রকৃত পরিমাণ নিরুপন, উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

(গ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) সরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষে ৭০ দশক থেকে পাটসহ প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল উৎপাদনে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। পল্লীর ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীদের দ্বি-স্তর

সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদেরকে উপযোগী প্রশিক্ষণ, ঋণ ও প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পাটের পরিমাণ ও মানসম্পন্ন উৎপাদন এবং কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে পাটের অব্যাহত উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবি কার্যক্রম বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৭৭টি উপজেলায় বিস্তৃত। সাম্প্রতিক সময়ে পাট অধিদপ্তরের অধীনে ইতোপূর্বে গৃহীত সমন্বিত উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে চিহ্নিত ১০০ উপজেলায় কৃষকদের পাট চাষে উদ্বুদ্ধকরণ ছাড়াও কর্মসূচীর অভীষ্ট লক্ষ্যার্জনে বিআরডিবি'র পক্ষ হতে নিম্নের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

(১) স্থানীয় পাট উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়পূর্বক কৃষকদের বিনামূল্যে উন্নত বীজ সরবরাহ করা;

(২) বিআরডিবি'র আবর্তক কৃষি ঋণ খাত হতে কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা;

(৩) কর্মসূচীভুক্ত পাটচাষীর তালিকা সংগ্রহ করতঃ তালিকায় বর্ণিত চাষীগণ যদি পূর্ব থেকে সমিতির সদস্য না হয়ে থাকেন তাহলে পাটচাষীদের নিয়ে নতুন সমিতি গঠন।

উল্লেখিত কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান ছাড়াও পাটের অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার এবং পাটকে কৃষকদের আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী খাতে পরিণত করার জন্য বিআরডিবি কর্তৃক ভবিষ্যতে অধিকতর পরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) **পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ)** ঃ পাটবীজ উৎপাদন ও উহা কৃষকদের মাঝে স্বল্পমূল্যে সরবরাহের ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(ঙ) **বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)** ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাট খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে পাটের কৃষি গবেষণা, কারিগরী গবেষণা এবং অর্থনীতি ও বিপণন মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি গবেষণার আওতায় বিজেআরআই উচ্চ ফলনশীল পাট জাত উদ্ভাবন, উন্নত পাট উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং পাট পচন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করে চলেছে। পাট বীজের সমস্যা সমাধানকল্পে প্রচলিত পাট বীজ উৎপাদনের পরিবর্তে "নাবী পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি" উদ্ভাবন করে পাট বীজ ঘাটতি মোকাবেলায় অবদান রাখছে। এ পর্যন্ত বিজেআরআই ৪০টি উচ্চ ফলনশীল পাট জাত উদ্ভাবন করেছে যার মধ্যে ১৪টি কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদ হচ্ছে। এছাড়াও বিজেআরআই উন্নত কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা ও উন্নত পদ্ধতিতে পাট পচন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। বর্তমানে বিজেআরআই অপ্রচলিত অঞ্চলে পাট চাষ সম্প্রসারণের জন্য লবণাক্ততা সহিষ্ণু পাট জাত উদ্ভাবন, আগাম বপণ উপযোগী দ্রুত বর্ধনশীল জাত উদ্ভাবন, সারাবছর চাষ উপযোগী পাট জাত উদ্ভাবন এবং ভাল মানের পাটবীজ উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করছে। উপরোক্ত গবেষণার ফলে যে সকল পাট জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে তাতে দেশে উন্নত মানের পাট আঁশ ও বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। পাট চাষ সম্প্রসারণ তথা শস্যক্রমে পাট চাষের অন্তর্ভুক্ত জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করবে এবং উৎপাদিত পাটখড়ি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে দেশের বনজ সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এ ছাড়া বিজেআরআই বিভিন্ন ধরনের বহুমুখী পাট পণ্য যেমন-জুট জিও টেক্সটাইল, মিহি সূতা, পাটের কম্বল, পাট উল, ও উক্ত উলজাত স্যুয়েটার, জায়নামাজ, বিভিন্ন ধরনের ফানিশিং ফেব্রিক, ডেনিম, এ্যাপারেল ফেব্রিক, কুটির শিল্পের উন্নয়কল্পে বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডিক্র্যাফটস, পাট আঁশ, সূতা ও কাপড়ের উন্নতমানের ব্লিচিং, মার্সারাইজিং, রঞ্জিতকরণ ও ফিনিশিং পদ্ধতি, অগ্নিরোধী পাটপণ্য, পচনরোধী পাটের নার্সারী পট, পাট ও তুলার সংমিশ্রনের চিকন সূতা ও উক্ত সূতা হতে বিভিন্ন ধরনের কাপড় উদ্ভাবন করছে। বিভিন্ন এনজিও, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে বিজেআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি হস্তান্তর, বিভিন্ন জুট ইন্ডাস্ট্রিজ এর সমস্যা সমাধানকল্পে কারিগরী সহায়তা প্রদান ও ট্রেনিং এর মাধ্যমে পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি করার প্রয়াস চালাচ্ছে। ভবিষ্যতেও বিজেআরআই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার ভিত্তিতে নতুন নতুন পাটপণ্য উদ্ভাবন, পণ্যমান উন্নয়ন, পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রেক্ষাপটে পাট জাত ও চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং পণ্যমুখী কাঁচাপাট উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে পাটনীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(চ) **বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)** ঃ বিএডিসি'র পাটবীজ বিভাগ দীর্ঘ ৩৫ বৎসর যাবৎ পাটবীজ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার সাথে জড়িত। বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রিডার পাটবীজ হতে বিএডিসি উহার দুটি খামারে ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদন করে থাকে। পরবর্তীতে কিছু নির্দিষ্ট এলাকার নির্বাচিত চাষীদের মাধ্যমে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট বিতরণ কেন্দ্র হতে ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করে থাকে। বিএডিসি তাদের ভিত্তিবীজ উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পাটবীজ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে এবং বীজ বিতরণ জোরদার করে পাট খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(ছ) **বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)** ঃ দেশে উৎপাদিত মোট প্রচলিত পাটপণ্যের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন উৎপন্ন করে থাকে। সংস্থাটি স্থানীয়ভাবে পাট চাষী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের নিকট হতে সরাসরি পাট ক্রয় করে পাট চাষীদেরকে পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করবে। তাছাড়া পাট উৎপাদনকারী সীমান্তবর্তী এলাকায় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাট ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি পাট ক্রয় করবে এবং আপৎকালীন মজুদ গড়ে তুলে পাটের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করবে। সংস্থাটি উহার সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে পাটপণ্যের মান উন্নয়নসহ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(জ) **জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)** ঃ কৃত্রিম তন্তু ও অন্যান্য স্বল্প মূল্যে সিনথেটিক তন্তুর আর্বিভাব এবং ব্যবহারিক ও পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব বাজারে প্রচলিত পাট ও পাট সামগ্রীর মূল্য দিন দিন প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান পরিবেশ সচেতন বিশ্বে বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রীর চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতসহ অন্যান্য পাট ও পাট জাতীয় তন্তু উৎপাদনকারী দেশসমূহ গবেষণার মাধ্যমে বহুবিধ পরিবেশ বান্ধব

ও অত্যধিক মূল্য সংযোজনকারী পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদন করে বিশ্ব বাজারে উপস্থাপন করছে। এ অভিজ্ঞতার আলোকে বহুমূখী পাটপণ্য উৎপাদন এবং ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষে বেসরকারী খাতে সহায়তা করার জন্য পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) শীর্ষক একটি সম্প্রসারণমূলক কেন্দ্র ২০০২ সনের মার্চ মাসে স্থাপিত হয়েছে। সূচনালগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে উচ্চ মূল্য সংযোজিত পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদন শিল্প স্থাপনের লক্ষে নতুন প্রযুক্তি সরবরাহ, বিপণন সহায়তা ও বিনিয়োগ মূলধন যোগানে সহায়তাসহ একটি পূর্ণাংগ প্যাকেজ অব সার্ভিসেস প্রদান করছে। বিশ্ব চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বহুমূখী পাটপণ্য উদ্ভাবন ও উহার উৎপাদন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

বেসরকারী সংস্থা ঃ

(ক) **বাংলাদেশ জুট মিল এসোসিয়েশন (বিজেএমসি)** ঃ বেসরকারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত পাটকলসমূহের সংগঠন বিজেএমএ পাট শিল্প উন্নয়নের লক্ষে বেসরকারীকরণ কর্মসূচী দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ তদারকির মাধ্যমে বেসরকারী খাতের মিলসমূহকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে যথাযথ অবদানসহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মৌসুমের প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে সংস্থাটি কাঁচাপাটের আপৎকালীন মজুদ গড়ে তুলতে পারে এবং চাষীদেরকে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করতে পারে।

(খ) **বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ)** ঃ বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন বেসরকারী খাত স্থাপিত স্পিনিং মিলসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা। সংস্থাটির অধীনস্থ মিলসমূহ মূলতঃ সূতা ও টোয়াইন উৎপাদন করে থাকে। উহার প্রায় ১০০% বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। সংস্থাটি উৎপাদিত পণ্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারনের লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

(গ) **বাংলাদেশ জুট গুডস্ এসোসিয়েশন (বিজেজিএ)** ঃ পাটপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নয় এমন পাটপণ্য রপ্তানীকারকদের নিয়ে বাংলাদেশ জুট গুডস এসোসিয়েশন গঠিত। পাটপণ্য রপ্তানীতে সংগঠনটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এ সংগঠন বিদেশে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে পাটপণ্যের বাজার উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম চালাতে পারে।

(ঘ) **বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন (বিজেএ)** ঃ বাংলাদেশে কাঁচাপাট রপ্তানী সম্পূর্ণ বেসরকারীভাবে পরিচালিত হয়। কাঁচাপাট রপ্তানী করে বিজেএ'র সদস্যগণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্থাটি রপ্তানীযোগ্য কাঁচা পাটের গুণগত মান নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি রক্ষা করবে। বর্তমান বাজার সংরক্ষণ ও নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষে সংস্থাটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(ঙ) **বাংলাদেশ পাট চাষী সমিতি** ঃ বাংলাদেশ পাটচাষীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পাটচাষী সমিতি কাঁচাপাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রে পাটচাষী সমিতি বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল পাটবীজের ব্যবহার এবং উন্নত পাটচাষ ও পাট পচন পদ্ধতির প্রযুক্তি কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web.site: www.bgpress.gov.bd